দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

27 ... 2002

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে চার সহকারী প্রক্টরের বক্তব্য

বৃহস্পতিবার রাতে ঢাবি জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ঃ "গত ২৩-৭-২০০২ তারিখ রাত আনুমানিক ৭-৩০টার দিকে শামসুন্নাহার হলে প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফির অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ জন সহকারী প্রক্টরকে হলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে হলে যেতে নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী আমরা (ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, ড. আবদুস সবুর মোল্লা, মোহাম্মদ সফিউল্লাহ এবং মিসেস ফাতেমা বেগম) শামসুন্নাহার হলে যাই। হল চত্বরে প্রবেশ করেই আমরা লক্ষ্য করি, হলের অনেক ছাত্রী হলের ভিতরে জমায়েত হয়ে মাইকযোগে বক্তৃতা করছে। অবস্থাদৃষ্টে হলের পরিস্থিতি উত্তেজনাকর বলে আমাদের মনে হয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা হল প্রভোস্টের সঙ্গে আলাপ করি এবং হলের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রভোস্টকে ছাত্রীদের নিজ নিজ কক্ষে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে হল প্রভোস্ট হলে অবস্থানরত কিছুসংখ্যক বহিরাগত ছাত্রীকে হল থেকে বের করে আনার জন্য আমাদের অনুরোধ করেন। তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে পুনরায় মেয়েদের কক্ষে প্রবেশের নির্দেশ দিতে অনুরোধ করি এবং বলি যে, মেয়েরা কক্ষে গেলেই আমরা হল প্রভোস্টের সহায়তায় ছাত্রীদের কক্ষে কক্ষে গিয়ে অবৈধ ছাত্রীদের হল থেকে বের করে আনব। এই প্রস্তাবে প্রভোস্ট রাজি হয়েই মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে প্রস্তাব দেন যে, আমাদের সঙ্গে তিনি ১০/১২ জন ছাত্রীকে হলে পাঠাতে চান এবং ঐ ছাত্রীবৃন্দ দেখিয়ে দেবে–কাকে কাকে হল থেকে বের করতে হবে। এই প্রস্তাব আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। কারণ প্রভোস্টের প্রস্তাবে হলে বিশৃঙ্খলরত ছাত্রীদের ইচ্ছামতো আমরা ব্যবহৃত হতে পারি না।

এরপর প্রভোস্ট আমাদেরকে মেয়েদের ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে দূরে সরে যান। ঐ সময় প্রায় আধ ঘণ্টা আমরা চারজন সহকারী প্রক্টর মেয়েদের ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়ি। এরপর আমরা অনেক অনুরোধের পর মেয়েরা আমাদেরকে হল প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলতে সুযোগ দেয়। তখন আমরা হলের বাইরে আগে থেকে নিয়োগকৃত মহিলা পুলিশের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমাদেরকে বাইরে যাওয়ার জন্য হল গেটের তালা খুলে দিতে অনুরোধ করি। কিন্তু প্রভোস্ট আমাদেরকে কোনভাবেই বাইরে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। তবে তাঁর শর্ত মোতাবেক সিনিয়র সহকারী প্রক্টর মিসেস ফাতেমা বেগম হলের ভিতরে থাকলে আমরা তিনজন বাইরে যেতে পারি। এরপর আমরা তিনজন হলের বাইরে আসলে হলের কিছু মেয়ে প্রভোস্টের সামনে মিসেস ফাতেমা বেগমের দুই হাত ধরে টানাটানি করে মেয়েদের রুমে নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে। সেই সময় মিসেস ফাতেমা বেগম চিৎকার করে হল প্রভোস্টের সাহায্য চান এবং তাকে হল গেটের বাইরে যেতে দিতে অনুরোধ করেন এবং পরে তিনি বাইরে আসতে সমর্থ হন। এরপর আমরা চারজন সহকারী প্রক্টর পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষসহ হল গেটের বাইরে থেকে মেয়েদেরকে তাদের নিজ নিজ রুমে ফিরে যেতে অনুরোধ জানাই। কিন্তু হলের ভিতরে মাইকযোগে সব মেয়েদের একত্রিত করে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয়া হচ্ছিল। আমরা এই সময় হলের বাইরে থেকে প্রভোস্টের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করি কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে বাইরে কোন আলোচনা করতে রাজি হননি এবং পরিস্থিতি অনুকূলে আনার কোন পদক্ষেপ নেননি। রাত প্রায় ১২-৩০টা পর্যন্ত আমরা এবং পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ (যাঁরা হলের বাইরে ছিলেন) হল প্রভোস্টের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করি কিন্তু তিনি কোন সাড়া দেননি। বাইরে থাকা অবস্থায় আমরা রাত ১২-৩০টার দিকে হলের ভিতরে ভাংচুর ও কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পাই। তখন পুলিশের সহায়তায় আমরা হলে প্রবেশ করে হল প্রভোস্টকে মারামারি ও ভাংচুরের ঘটনা অবহিত করি। এতে তিনি কোন কর্ণপাত করেননি। তিনি আমাদেরকে পুলিশ নিয়ে কোথায় মারামারি হচ্ছে তা দেখতে বলেন। তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী আমরা মহিলা পুলিশসহ হলে প্রবেশ করি এবং ২৩৫ নং কক্ষের সামনে গিয়ে ভাংচুরের দৃশ্য দেখতে পাই। তখন আমরা জানতে পারি ২৩৫ নং রুমের মেয়েদেরকে প্রভোস্টের অনুগত কিছু মেয়ে মারার জন্য হামলা চালায় ও কয়েকজনকে মারধর করে। তখন আমরা মহিলা পুলিশসহ ঐ রুমে অবস্থান করি। এরপর থেকে আমরা চারজন সহকারী প্রক্টর ও ঐ রুমের ছাত্রীগণ রাত ৩-৩০টা পর্যন্ত প্রভোস্টের অনুগত ছাত্রীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যাই। ঐ সময়ে হল প্রভোস্ট কোনভাবে সহযোগিতা করেননি, এমনকি একবারও আমাদের অবস্থা দেখতে আসেননি। রাত ৩-৩০টার পর প্রভোস্টের অনুগত মেয়েরা মিছিলসহকারে এই রুমটিতে হামলা চালানোর চেষ্টা চালালে তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও ২৩৫ নং কক্ষে অবরুদ্ধ মেয়েদের জীবন রক্ষার্থে মহিলা পুলিশ কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল ও মারমুখী ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার অভিযানে কোন পুরুষ পুলিশ সদস্য ছিল না। তবে ২ জন উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা মহিলা পুলিশদের নির্দেশনা দেয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। হলে ছাত্রীদের গ্রেফতার করার সময় আমরা ৪ জন সহকারী প্রক্টর উপস্থিত ছিলাম। পুলিশ সদস্যরা কোন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করেননি।"